অর্থাপত্তি

অর্থাপত্তি কী? অর্থাপত্তিকে কি স্বতন্ত্র প্রমাণরূপে স্বীকার করা যায়? ন্যায়মতে প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ — এই চারপ্রকার প্রমাণ অবশ্যই স্বীকার্য, এর অতিরিক্ত প্রমাণ স্বীকারের প্রয়োজন নেই, কিন্তু মীমাংসক ও অদ্বৈতবেদান্তীগণ এর অতিরিক্ত অর্থাপত্তি নামক ~~অতিরিক্ত~~ প্রমাণ স্বীকার করেন. ন্যায়মতে অর্থাপত্তি নামক প্রমাণ স্বীকৃত প্রমাণের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়. এখন অনুচ্ছেদে অনুসরণ করে দেখা যাক অর্থাপত্তি কী এবং কীভাবে তা উপরোক্ত প্রমাণ চতুষ্টয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়.

'অর্থাপত্তি' শব্দের দ্বারা প্রমাণের ফল অর্থাৎ প্রমা ও প্রমাণ উভয়কে বোঝানো যায়. যেমন 'প্রত্যক্ষ' শব্দ ব্যুৎপত্তিভেদে প্রত্যক্ষ প্রমা ও প্রত্যক্ষ প্রমাণকে বোঝায়. 'অর্থস্য আপত্তিঃ' এই ব্যুৎপত্তি স্বীকার করে 'অর্থাপত্তি' শব্দের দ্বারা একপ্রকার যথার্থজ্ঞান বোধিত হয়. আবার 'অর্থস্য আপত্তিঃ যতঃ' এরূপ ব্যুৎপত্তি স্বীকার করলে 'অর্থাপত্তি' শব্দের দ্বারা একপ্রকার প্রমাণ বোধিত হয়. এখানে 'আপত্তি' শব্দের অর্থ কল্পনা. উদাহরণের দ্বারা বিষয়টি বোঝানো যায়.

দেবদত্তনামক ব্যক্তি স্থূলকায়. তার ঐ কায়িক স্থূলতা রোগজনিত নয়. সুস্থ দেবদত্ত পীনতনু, উচিত অনুসন্ধান করে যথার্থভাবেই জানা গেছে সে দেবদত্ত দিবসে ভোজন করে না — কেবল

যদি এ ব্যক্তি নিজ চোখে দেখে বা আপ্ত-
ব্যক্তির মুখ থেকে শোনে, তাহলে সে
দেবদত্তের পীনত্বের অনুপপত্তির সমাধানে
রাত্রিভোজন কল্পনা করে। এই রাত্রিভোজন
প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা প্রমাণিত হতে
পারে না, অর্থাপত্তির দ্বারাই প্রমাণিত
হয়। সুতরাং অর্থাপত্তি নামক পঞ্চম
প্রমাণ অবশ্যস্বীকার্য। এখানে রাত্রিভোজন
হল পীনত্বের উপপাদক এবং পীনত্ব হল
রাত্রিভোজনের উপপাদ্য। উপপাদ্যের
জ্ঞান হল করণ এবং উপপাদকের জ্ঞান
হল ফল। রাত্রিভোজনং বিনা পীনত্বম্
অনুপপন্নম্, অতএব রাত্রিভোজনং পীনত্বস্য
উপপাদকম্। যে ব্যক্তি দিবসে ভোজন
করে না, রাত্রিভোজন বিনা তার পীনত্ব
অনুপপন্ন হয়। এজন্য রাত্রিভোজন
পীনত্বের উপপাদক হয়। দিবসে ভোজনহীন
দেবদত্তের পীনত্বের জ্ঞান (দর্শনমূলক বা
শ্রবণমূলক) অর্থাপত্তি-প্রমাণ। রাত্রিভোজ-
নের জ্ঞান প্রমা। এরূপ বিজাতীয় প্রমার
প্রত্যক্ষ প্রমাণজন্য হতে পারে না, যেহেতু
রাত্রিভোজনের সঙ্গে ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ হয় না।

নৈয়ায়িকগণের মতে এইসব স্থলকে
'অনুমান' বলে মনে হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে
এটা চিন্তা করার নতুন এক পদ্ধতি।
'কারণ-সুতরাং' এই সম্বন্ধ থাকার জন্য

উহাকে অনুমান বলে গণ্য হয়। দেবদত্ত দিনে আহার করেন না, তবুও তার বলিষ্ঠতা অক্ষুন্ন আছে সুতরাং অবশ্যই তিনি রাতে আহার করেন (অন্যথায় তিনি বেশীদিন বাঁচতেন না) এই বাক্যটি অনুক্ত ব্যাপ্তিবাক্যযুক্ত একটি অনুমান বলে প্রতীয়মান হয়। কিন্তু মীমাংসকগণ বলেন যে উহাকে অনুমান বললে আবশ্যক ব্যাপ্তিবাক্যটিকে এইরূপ হতে হবে: 'যাহারা দিনে আহার না করেও তাদের বলিষ্ঠতাকে অক্ষুন্ন রাখেন তারা অবশ্যই রাতে আহার করেন' — কিন্তু এই ব্যাপ্তিবাক্যটি অবশ্যসত্য নয়। কারণ যোগশক্তিসম্পন্ন এমন কোন কোন ব্যক্তি আছেন যাঁরা দিনে বা রাতে কোনসময়ে কিছুই আহার না করেও তাদের বলিষ্ঠতা অক্ষুন্ন রাখতে পারেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে অনুমানের ফলে আমাদের যে সিদ্ধান্তে নিশ্চয় জন্মেছিল (দেবদত্ত রাতে আহার করেন) তার ব্যাপ্তিবাক্যটি যথার্থ নয়। অতএব মীমাংসকদের মতে যদি ঐ নিশ্চয় আমরা অস্বীকার না করি তাহলে একটি নতুন প্রমাণ আমাদের স্বীকার করতে হয়; উহাই অর্থাপত্তি।

আবার আপ্তবাক্যজ্ঞান ও অতিরিক্তবাক্যশ্রবণের অভাব দশায় উৎপন্ন হয় বলে উহাকে অনুমিতি বলা যাবে না। 'স্থূল দেবদত্ত দিবসে ভোজন

করে না'— এই বাক্য রাত্রিভোজন বোধক হওয়ায় শব্দ বা আকাঙ্ক্ষায় ঐ প্রমা শাব্দবোধ-স্বরূপ হতে পারে না। অতএব ঐ প্রমার জনককে অতিরিক্ত প্রমাণ বলাই উচিত। এখানে বলা হয়েছে যে— দেবদত্ত দিবসে ভোজন করে না অথচ স্থূলদেহ। তার স্থূলদেহত্বের উপপত্তির জন্য রাত্রিভোজন কল্পনা করতে হবে। 'দিবসে ভোজন করে না' এই বাক্যের অর্থ বুঝতে হবে যে, সে বহুদিবস-যাবৎ দিবসে ভোজন করে না, দু' একদিন দিবসে ভোজন করে না এরূপ বোঝালে রাত্রিভোজন কল্পনা অনাবশ্যক হবে। অন্যভাবে তার পীনত্বের জন্য যে রাত্রিভোজনের কল্পনা করা হয়; সেই রাত্রিভোজনও দু' এক রাত্রিতে ভোজন কল্পনা নয়, বহু রাত্রিতে ভূরি ভোজন-ই বহুদিনযাবৎ দিবসে অভুক্ত দেবদত্তের পীনত্বের উৎপাদক হতে পারে বলে তাদৃশ রাত্রিভোজনেরই কল্পনা করতে হয়। এই কল্পনারূপ প্রমা বিজাতীয় নয়, তা অনুমিতি-স্বরূপই। দেবদত্ত নামক পক্ষে রাত্রিভোজনরূপ সাধ্যের সিদ্ধি করতে দিবসভোজনাভাববিশিষ্ট পীনত্ব হেতু প্রয়োগ করে ~~[illegible]~~ যে অনুমান করা হয় সেই অনুমানের অন্তর্ভুক্ত ব্যাপ্তিবাক্যটি যে স্মরণীয় নয় — বিরুদ্ধপক্ষের এই মতের সাথে তাদের বিরোধ নেই। তাঁরা স্বীকার

করেন যে ঐ স্থলে 'অন্বয়ব্যাপ্তি' নেই, অর্থাৎ ব্যাপ্তিবাক্যটির পক্ষে কোন সাধর্ম্য দৃষ্টান্ত নেই, কিন্তু নৈয়ায়িক বলেন: ঐ স্থলে 'ব্যতিরেকব্যাপ্তি' থাকা খুবই সম্ভব। অতএব অন্নংভট্ট দীপিকায় বলেছেন যে অর্থাপত্তির দৃষ্টান্ত স্থলকে যদি ব্যতিরেক অনুমানের দৃষ্টান্ত বলে দেখানো যায়, তবে 'অর্থাপত্তি' নামক একটি স্বতন্ত্র প্রমাণের কল্পনা অসঙ্গত। ব্যতিরেকব্যাপ্তি দ্বারা অর্থাৎ যে রাত্রিভোজন করে না, সে দিবসে ভোজন না করলে পীন হয় না যেমন- উপবাসরত ব্যক্তি — এই ব্যতিরেকব্যাপ্তির দ্বারা (রাত্রিভোজনাভাবরূপ সাধ্যাভাবের সঙ্গে দিবসাভোজনাভাববিশিষ্ট পীনত্বাভাবের ব্যাপ্তির জ্ঞানের দ্বারা) রাত্রিভোজনের অনুমিতি হতে কোন বাধা নেই। স্বীকৃত অনুমান প্রমাণের দ্বারাই যদি উক্তস্থলে উপপত্তি হয়ে যায়, তাহলে অতিরিক্ত অর্থাপত্তি প্রমাণ স্বীকার নিরর্থকই হয়। এ বিষয়ে উভয়পক্ষের বহু যুক্তি আছে, ব্যতিরেকব্যাপ্তি সম্ভব কিনা তা নিয়ে বিতর্ক আছে। ব্যতিরেকব্যাপ্তি যদি প্রমাণিত না হয়, তাহলে অর্থাপত্তিকে অতিরিক্ত প্রমাণ বলতে হবে। এজন্য নৈয়ায়িক ও মীমাংসকদের মধ্যে মতবিরোধ অব্যাহত আছে।

— ০ —